আর. বি. ফিল্মসের
জন্মতিথি

আর, বি, ফিল্মসের প্রথম নিবেদন

জন্মতিথি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দিলীপ মুখোপাধ্যায়** কাহিনী : **প্রশান্ত ও জয়ন্ত চৌধুরী**

সুর শিল্পী : কালীপদ সেন

বুলাপ	: প্রশান্ত চৌধুরী	গীত রচনা	: প্রশান্ত চৌধুরী ও কেষ্ট চক্রবর্ত্তী
চিত্র গ্রহণ	: ধীরেন দে	সম্পাদনা	: অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশ	: কার্ত্তিক বসু	শব্দ ধারণ	: অবনী চট্টোঃ, ভূপেন ঘোষ ও নৃপেন পাল
ব্যবস্থাপনা	: বাচ্চু, নিতাই দে, সুনীল দে	রূপায়ণ	: গোষ্ঠ দাস
সাজ-সজ্জা	: সরোজ মন্দী	বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ	: জে, এন, ঘোষ

প্রচার : ধীরেন মল্লিক

সহকারিগণ

পরিচালনা	: রবীন বসু ও প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী	চিত্র গ্রহণ	: মলয় রায় ও মিঃ সিন্‌হা
শব্দধারণ	: শশাঙ্ক বসু, বলরাম	শিল্প নির্দ্দেশ	: অনিল পাইন

সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জ্জী, দেবী চক্রবর্ত্তী

রূপায়ণে

বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, অনুপ কুমার, মলিনা দেবী, সবিতা চ্যাটার্জী, রেণুকা রায়, বাণী গাঙুলী, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, খগেন পাঠক, তারক বাগ্‌চী, সুশীল চক্রবর্ত্তী, ভানু চট্টোপাধ্যায়, রমানাথ মিত্র, বসন্ত প্রধান, প্রেমাংশু বসু, কালিকিঙ্কর চক্রঃ, মণি শ্রীমাণি, রাখাল বর্মণ, সুশীল দাস, বেচু সিংহ. বেণু দাশগুপ্ত, সুপ্রিয়া মুখার্জী, নরেন, শিবানী মুখার্জী, আরতি চ্যাটার্জী, অনুরূপা চ্যাটার্জী, লীলা ব্যানার্জী,

মাঃ কুমার, মাঃ বুদ্ধু, মাঃ বিভু ও মাঃ বাবুয়া

ও আরও অনেকে।

কণ্ঠ-সঙ্গীতে

আলপনা ব্যানার্জী * গায়ত্রী বসু * শ্যামল মিত্র

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর—সি—এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

বেঙ্গল ফিল্মস ও ফিল্ম সার্ভিসে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনায়

চণ্ডিকা পিক্‌চার্স ও ভবতারিণী পিক্‌চার্স

জন্মতিথি

কাহিনী

মানুষের চলার পথ বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্য থেকে কখন যে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন, তা বোঝা দুস্কর।

কিন্তু ছোট দুটি শিশুর জীবন, কি এমন তাদের বয়েস ?—তাদের ছোট বেলা থেকেই যে এমন উত্থানপতনে দিন কাটবে অদৃষ্টের পরিহাসে, সেটুকু ভাববার মতো মস্তিস্কটুকুও তাদের নিজেদেরই ছিল না।

পল্টু আর ভাবলা। ভাবলা আর পল্টু! অনাথ-আশ্রমে ছিটকে পড়েছে ছোটবেলা থেকেই। অনেকগুলি শিশুর মধ্যে থেকে এরা দুজনে দুজকে চিনেছে হরিহর আত্মার মতো, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

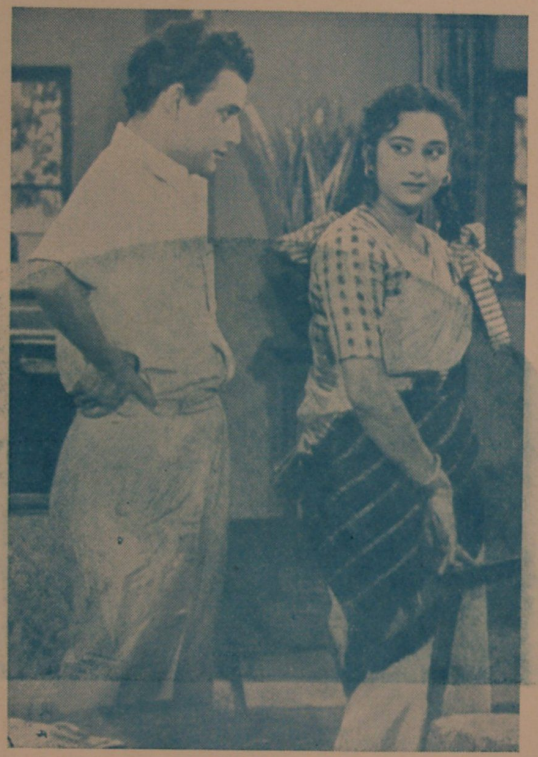

অনাথ-আশ্রমের বাঁধাধরা নিয়ম, তার ক্ষুদ্র গণ্ডী তাদের আট্‌কাতে পারে না। আশ্রমে এক ভূপর্য্যটকের কাছে পৃথিবী ভ্রমণের কাহিনী শুনে একদিন দুনিয়া দেখ্‌বার আগ্রহে তারা আশ্রম থেকে পালালো। পথে চল্‌তে চল্‌তে নানান্ ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা শেষে পৌঁছালো ষ্টেশনমাষ্টার হরিপদ বাবুর কাছে। নিঃসন্তান হরিপদ বাবুর স্ত্রী ব্রজসুন্দরী দেবী তাদের মায়ায় আবদ্ধ হলেন। একদিন মাছ চুরি নিয়ে ছোট একটি অপরাধে ব্রজসুন্দরী ওদের উপর অভিমান করায় ওরা তাঁর ভয়ে লুকিয়ে আবার নেমে পড়ল অজানার পথে। ব্রজসুন্দরী ওদের হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

পথ চল্‌তে চল্‌তে ঘটনাচক্রে পল্টু আর ভ্যাবলা এসে পড়ল এক যাত্রার দলের অধিকারীর কাছে। কানাই বলাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে ওরা সেখানকার জমিদার পত্নী কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হয়। অভিনয় করার সময় যশোদাকে দেখে ওদের মনে পড়ে ব্রজসুন্দরীর কথা। কিন্তু মন যাদের পৃথিবী দেখ্‌তে বেরিয়েছে তারা কি কোথাও বাঁধা পড়তে চায়? তাই আবার ঘটনাস্রোতে ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পৌঁছল কোলকাতায়। এক পার্কে ডাংগুলি খেল্‌তে গিয়ে ওরা পড়লো ক্রিকেট পাগল যুবক সোমনাথের নজরে। সোমনাথ ওদের নিয়ে গেলো বাড়ীতে। সোমনাথের ভাবী পত্নী অনিতার জন্মদিনের উৎসবে পল্টু ও ভ্যাবলাকে সোমনাথ পরিচিত করিয়ে দেয় অনিতার মায়ের সঙ্গে। অতীতে এইরূপ আর এক জন্মদিনের উৎসবে অনিতা হারিয়েছিল তার ছোট ভাইটিকে। এই এক জন্মদিনের উৎসবে হঠাৎ আবির্ভূত হলো পল্টু।

কিন্তু কেই বা এই পল্টু?.....
আর ভ্যাবলা?
এদের পরিচয় পাবেন সামনের পর্দায়!

সঙ্গীতাংশ

(১)

প্রভু চিত্ত মোদের নির্মল কর
মন্ত্রিত কর হে।
নন্দিত কর, বন্দিত কর
ঝঙ্কৃত কর হে॥

(২)

চল্‌রে চল্‌রে চল,
পথ যে অনেক দূর পেরিয়ে সমুদুর—
চল্‌রে চল ঘুরে আসি ভয় কি?
পকেট গড়ে মাঠ, চেনা নেই পথঘাট
যেতে হবে সেটা বড় নয় কি!
কটক জাপান চীন, আসাম কি জার্মাণি,
সব ঠাঁই যাব মোরা, আমরা কি হার মানি,
কলকাতা মাদ্রাজ, পিরামিড্ আর তাজ
মান্‌বো না কোন বাধা মোরা এগিয়েই যাব আজ
স্বাধীন কিশোর দল উচ্ছল চন্‌চল
সহজেতে মানি পরাজয় কি!
পায়ে পায়ে যেতে যেতে কভু রেলে জাহাজেতে
আকাশের নীল বুকে এরোপ্লেনে উড়বো
চান সেরে ডেরাডুনে খানা খাব লণ্ডনে
চলার নেশায় মোরা পৃথিবীটা ঘুরবো
পিসার টাওয়ারে উঠবো সাহারার বুকে হাঁট্‌বো
নায়েগ্রার কালো জলে আরামে সাঁতার কাট্‌বো
সাংহাই রাণাঘাট,
দিল্লীর বাগের হাট॥

(৩)

তোরে দেখ্‌তে এলাম নন্দরাণী,
ও তোর উজল হল গৃহখানি।
কানাই বলাই দুই কোলে তোর
রূপ দেখে চাঁদ হল বিভোর—
আনন্দেতে বৃন্দাবনে জলে স্থলে কানাকানি।
ওমা যশোমতি তোমার বুকে
কানু গোরা থাকুক সুখে
মোরা ব্রজবাসী হব খুসী
ভরিয়ে দে মা পাত্রখানি॥

(৪)

ওগো ওমা নন্দরাণী নীলমণি তোর মানব নয়
ও তোর কানাই বলাই ব্রজের ঠাকুর
তারে কি সাজা দিতে হয়!
সাজা দিয়ে পেলি সাজা বৃথা এখন তারে খোঁজা
ব্রজের কানু পদব্রজে ফিরছে কেঁদে বিশ্বময়।
কানু বিনে আঁধার পুরী জল নেমেছে নয় জুড়ি
ও তোর ননী চুরি, মাখন চুরি,
সে চুরি তো চুরি নয়॥

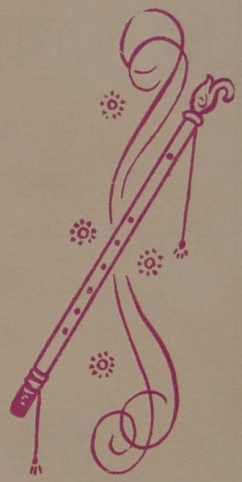

(৫)

মারিস্ নে মা নন্দরাণী চুরি কোরে আর খাবো না
গোঠে লয়ে যাব ধেনু, বাজাবনা মোহন বেণু,
ও তোর গোরা বলাই কালো কানু,
ননীচোরা আর হবো না
এবার মোদের কর মা ক্ষমা
আদর করে কোলে নে মা
চোখের জলে ভিজল কপোল
তবু কি তোর দয়া পাব না।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ !

মুভিটেকের

নিবেদন

ও আমার দেশের মাটী

একমাত্র পরিবেশক

ভবতারিনী পিক্‌চার্স

আগামী আকর্ষণ—

আরতি কথাচিত্রের

প্রথম ধর্ম্মমূলক চিত্র

লক্ষ্মীর পাঁচালী

★

দ্বিতীয় নিবেদন

দুই বাড়ি

কাহিনী ও চিত্রনাট্য

নিতাই ভট্টাচার্য্য

একমাত্র পরিবেশক

চণ্ডিকা পিক্‌চার্স

চণ্ডিকা পিক্‌চার্সের পক্ষ থেকে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।